দৈনিক খবর

তারিখ ... ২৭।১।৮৮ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

৪৬৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী মঞ্জুরি পায়নি

।। মাহফুজুর রহমান ।।

বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকায় সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৪৬৬টি বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা গত অর্থবছরে কোন সরকারী মঞ্জুরি পায়নি। শিক্ষা পরিদফতর এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কোন মঞ্জুরি না দেয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশক্রমেই শিক্ষা পরিদফতর সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও মঞ্জুরি পাবার যোগ্য ১০৭টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২৯টি কলেজ ও ৩৩০টি দাখিল মাদ্রাসাকে মঞ্জুরি না দেয়ার কথা জানিয়েছে। তবে কি কারণে দেয়া হবে না তা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জানান হয়নি।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, ১৯৮৭-৮৮ অর্থবছরের বাজেটে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না

৭-এর পাতায় দেখুন

025

৪৬৬টি শিক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থাকায় অর্থাভাবে প্রাপ্য মঞ্জুরি দেয়া হচ্ছে না। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে শিক্ষা পরিদফতরের বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৭৮ কোটি টাকা। কিন্তু ইতিমধ্যেই নির্ধারিত বাজেটের অতিরিক্ত ১ কোটি ৯১ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। তবে পরিদফতরের সারা বছরের ব্যাঙ্কের আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু এ উদ্বৃত্ত অর্থ থেকেও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চলতি বছরের মঞ্জুরি দেবার কোন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বা পরিদফতরের নেই।

সূত্রটির মতে, উদ্বৃত্ত অর্থের সিংহভাগই যাবে মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে এককালীন অনুদান হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দেয়া অর্থের যোগান দিতে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রীরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে অর্থ মঞ্জুর করেন। কিন্তু মঞ্জুরিকৃত অর্থের সিংহভাগই পরিদফতরের বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে পরিদফতরের পক্ষে এককভাবে পরিকল্পনামত অর্থ বরাদ্দ ও বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও সুষম বন্টন অনেক সময় সম্ভব হয় না বলে সূত্রটি জানান। এর দ্বারা কোন কোন প্রতিষ্ঠান খুব বেশী বরাদ্দ পাচ্ছে। আবার কেউ কেউ একেবারেই বঞ্চিত হচ্ছে।

জানা গেছে, চলতি বছরে নতুনভাবে সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয়, কলেজ বা মাদ্রাসার সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় খুব বেশী নয়। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সাধারণ স্কুল, কলেজের তুলনায় সরকারী অনুদান বা মঞ্জুরিপ্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা কয়েকগুণ বেশী এবং প্রতিবছরই বিভিন্ন এলাকায় 'এবতেদায়ী মাদ্রাসা' (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে। গত '৮৬-৮৭ অর্থবছরে শুধুমাত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য পরিদফতর প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। এ বছরও ব্যাঙ্ক উদ্বৃত্ত থেকে এ খাতে অর্থ বরাদ্দের চিন্তা-ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া অনুদানপ্রাপ্ত দাখিল এবং কামিল মাদ্রাসার সংখ্যাও স্কুল-কলেজের তুলনায় বেশী। উল্লেখ্য, চলতি বছরে যে ৪৬৬টি নতুন প্রতিষ্ঠান সরকারী স্বীকৃতির পরেও মঞ্জুরি পায়নি এরমধ্যে ৩৩০টি দাখিল মাদ্রাসা। স্কুল-কলেজের তুলনায় মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষকের সংখ্যাও বেশী এবং এ কারণে তাদেরকে দেয় মঞ্জুরির মোট পরিমাণও এ খাতে বরাদ্দের সিংহভাগ বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

এ ব্যাপারে গতকাল শিক্ষা পরিদফতরের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জানান, এ বছর মঞ্জুরি লাভের যোগ্য বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে। গত বছরের বন্যার কারণে এদের জন্য বাড়তি অর্থের সংস্থান করা যায়নি। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানকে এ বছর কোন মঞ্জুরি দেয়া যাচ্ছে না। উক্ত কর্মকর্তা জানান যে, এ ব্যাপারে সরকারের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। তাছাড়া আইনগতভাবে সরকারী স্বীকৃতি পেলেই মঞ্জুরি দিতে হবে এমন কোন বাধাবাধকতাও নেই। তবে সচরাচর বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে সরকারী মঞ্জুরি দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চলতি বছরের বকেয়া দেয়ার কোন সম্ভাবনা নেই বলেই তিনি জানান।